রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব-১

রবীন্দ্রনাথ, রুশো রাস্কিনদের মতই, পুরুষতন্ত্রের মহাপুরুষ; এবং প্রভাবিত ছিলেন ওই দুজন, ও আরো অনেককে দিয়ে। রোমান্টিক ছিলেন তিনি, এবং ছিলেন ভিক্টোরীয়; নারী প্রেম কবিতা, সমাজ, সংসার, রাজনীতি, জীবন, এবং আর সমস্ত কিছু সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন তিনি পশ্চিমের রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয়দের কাছে; এবং সেসবের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ভারতীয় ভাববাদ বা ভেজাল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মৌলিকত্ব খুবই কম, তাঁর সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক চিন্তার সবটাই বাতিল হবার যোগ্য। রুশো ও রাস্কিনদের নারী বিষয়ক লেখার সাথে পরিচিত ছিলেন তিনি, বোঝা যায়। নারী সম্পর্কে তাঁর অনেক উক্তিই রুশো-রাস্কিনদের প্রতিধ্বনি। মিলের সাথেও পরিচিত ছিলেন যদিও মিলের সাথে তাঁর মিল ছিলো না; তাঁর মিল ছিল টেনিসনের সাথে; এবং *প্রিন্সেসের* নারী বিষয়ক ধারণাকে কাজে লাগিয়েছিলেন *চিত্রাঙ্গদায়*। তাঁর নারী ধারণা রোমান্টিক; বাস্তব নারী তিনি দেখেছেন, তবে অনেক বেশী দেখেছেন স্বপ্নের নারী। রোমান্টিকের চোখে নারীমাত্রই তরুনী, রূপসী, মানস সুন্দরী, দেবী; আর তারা নিজেরা দেবতা। তারা অবাস্তব নারীর উপাসক, তারা জন্ম জন্মান্তর ধরে স্তব করে যেতে পারে লোকত্তোর নারীর; তবে বাস্তবে নারী তাদের কাছে গৃহিনী, সুন্দর করে যাকে বলা হত ‘গৃহলক্ষ্মী’। রোমান্টিকেরা অহমিকায় ছাড়িয়ে যায় বিধাতাকেও, তারা মানসসুন্দরীর স্তব করলেও তারা নিজেরা নিজেদের দেখে নারীর স্রষ্টারূপে। রবীন্দ্রনাথও তাই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ অপরূপ রূপসী নারীর স্তবগান করেছেন কিন্তু নারীর বাস্তব অস্তিত্ব অনেক সময় স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখতে পছন্দ করতেন স্বপ্নে ও ঘরে, নারী স্বপ্নে থাকবে, নইলে থাকবে ঘরে; বাস্তবের অন্য কোথাও থাকবে না। *দুই বোন* (১৩৩৯) উপন্যাসের শুরুতে তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পন্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। একজাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।’ কোন কোন পন্ডিতের কাছে এটা তাঁর শোনার দরকার ছিল না, এটা তাঁর নিজেরই কথা; একটি পুরো উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি এ কথা প্রমাণ করার জন্যই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না নারীমুক্তিতে, যদিও তাঁর কোন কোন পংক্তি নারীবাদীদের ইশতেহারের মত শোনায়; তিনি বিশ্বাসী ছিলেন পুরুষতন্ত্রে ও পুরুষাধিপত্যে। ভিক্টোরীয় *ঘরে-বাইরে* তত্ত্বে তাঁর আস্থা ছিল দৃঢ়, এ নামে একটি উপন্যাস লিখে তা তিনি দেখিয়েছেন; এবং নারী প্রকৃতি বলে পুরুষতন্ত্র যে উপকথা তৈরী করেছিলো, তিনি ছিলেন তাতে অন্ধ বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের নারী-ধারণা রুশো- রাস্কিন-টেনিসনের নারী ধারণারই বাঙালি রূপ; তাঁদের মতই তিনি ভিন্ন ভাষায় কিছুটা ভারতীয় ভাবাবেগ মিশিয়ে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মিত্র থিলেন না নারীর, ছিলেন নারীর প্রতিপক্ষের একজন বড় সেনাপতি। তিনি

চেয়েছিলেন নারীরা ঘরে থাকবে, স্বামীর সেবা করবে, সন্তান পালন করবে; তবে কিছু নারী থাকবে, যারা কবিতা পড়বে, আর হবে তাঁর মত কবির একান্ত অনুরাগিনী।

নারী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন প্রচুর; কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভাষণ, ভ্রমণকাহিনীতে বারবার তিনি কথা বলেছেন নারী সম্পর্কে- বাঙালি, ভারতি, বিদেশি এবং সনাতনী, শাশ্বতী, চিরন্তনী, কল্যাণী সম্পর্কে। তাঁর কথা ধাঁধায় ভরা, অনেক সময় কথা বলার জন্যই বলা। ঘুরিয়েপেচিয়ে সুন্দর কথা অনেক বলেছেন, যা প্রথম মনে হয় চমৎকার; কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়ে যে নারীকে তিনি মনে করেন অসম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের চোখে পুরুষের বিকাশ ঘটেছে, বিবর্তন ঘটেছে সব কিছুর; শুধু বিকাশ বিবর্তন ঘটেনি নারীর; এবং তিনি চান নারীর বিকাশ না ঘটুক, নারী থাকে যাক আদিমতমা বা চিরন্তনী। পুরুষ মহাজগত পেরিয়ে চলে যাক, কিন্তু নারী থাকুক ঘরের কোণে কল্যানী হয়ে। পুরোনো ভারতের ঋষিদের মতো আধুনিক ভারতের এ-ঋষি কুৎসা রটাননি নারীর নামে, বরং প্রতিবাদ করেছেন ওই সব অশ্লীল কুৎসার; তবে পুরোনো ঋষিরা নারীদের যেখানে ও যে ভুমিকায় দেখতে পছন্দ করতো, তিনিও পছন্দ করতেন তাই। বাস্তব নারী তাঁর চোখে গৃহিনী, আর অবাস্তব নারী মানস সুন্দরী, এমনকি জীবনদেবতা। পুরোনো ঋষিদের মানস সুন্দরীর মোহ ছিল না, তবে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের সে-মোহ ছিল প্রবল; ওই মোহটুকু বাদ দিলে নারী হচ্ছে গৃহিনী : জায়া ও জননী। নারী যে খাঁচায় বন্দী, এটা তাঁর চোখে পড়েছে; তবে তিনি খাঁচার রূপেই মুগ্ধ হয়েছেন, মনে করেছেন নারী আছে যেন 'সোনার খাঁচায়'। নারী যে শেকলে বন্দী তাও তার চোখে পড়েছে, তবে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন শেকলের রূপেই, মনে করেছেন শেকলটি সোনার। নারী যখন বন্দী, রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী তখন 'কল্যানী'। রবীন্দ্রনাথের নারী ধারণার বিবর্তন পরে আলোচনা করবো, শুরুতে তাঁর দুটি কবিতা পড়ে নিতে চাই, কেননা ওই কবিতা দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নারী ধারণার সম্পূর্ণরূপ : নারীর বাস্তবতা ও অবাস্তবতা। *সোনার তরী* (১৩০০) কাব্যে আছে একটি কবিতা, যার নাম 'সোনার বাঁধন' :

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কন দুটি বহিতেছে দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার সংগ্রামে, সদা বন্ধনহীন;
যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুন কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে-

শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন
তোমার বহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গন্ডি, কাঁকন দুখানি।

(চলবে)

==========

আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদের ‘নারী’ গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।